বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

চেয়ারম্যান এঁর বাণী

১। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাবিজয়ের মহানায়ক স্বাধীনতার স্থাপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে রচিত মহান সংবিধানের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগতভাবে দূর করিবার উদ্দেশ্য কৃষি বিপ্লবের বিকাশ, গ্রামাঞ্চলে বৈদ্যুতিকরণের ব্যবস্থা, কুটিরশিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা, যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তরসাধনের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন"। বঙ্গবন্ধু পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের গুরুত্ব আরোপ করে বলেছিলেন। "বিদ্যুৎ ছাড়া কাজ হয় না, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ লোক যে শহরের অদিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলেও শতকরা ৮৫ জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নাই। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ইহার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিত পারিলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবেনা" (সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক ১১ জুলাই ১৯৭৫)। জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী এ চিন্তা ভাবনার ধারবাহিকতায় পল্লীর জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২। বর্তমানে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় ৮০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমগ্র বাংলাদেশে গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুতায়নের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের পল্লী অঞ্চলের শতভাগ এলাকা বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ডিসেম্বর' ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫৮ লক্ষ, মোট বিদ্যুতায়িত লাইনের পরিমাণ ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৯ কি.মি, মোট নির্মিত উপকেন্দ্রের সংখ্যা সংখ্যা ১,৩০৩ টি, যার মোট ক্ষমতা প্রায় ১৭৫৫৫ এমভিএ, সিষ্টেম লস ৭.০৮% (প্রভিশনাল), ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের নভেম্বর' ২০২৩ পর্যন্ত মাসিক গড় বিদ্যুৎ বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৩২১৯.৫২ কোটি টাকা এবং পবিসসমূহের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল গত ০৬/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখে ৯,৮০১ মেগাওয়াট। জাতীয় চাহিদার প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ বিদ্যুৎ বাপবিবো এর মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়।

৩। "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ" এই মহতী স্বপ্ন ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ "আলোর ফেরিওয়ালা" হয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্যুৎ সেবা প্রদান করছেন। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাপবিবো কর্তৃক "উঠান বৈঠক" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এছাড়া সকল ধরণের সংযোগের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ৮০ কিলোওয়াট পর্যন্ত ট্রান্সফরমার সরবরাহের কারণে বহুমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছানের কারণে বর্তমান সরকারের নির্বচনী অঙ্গীকার "আমার গ্রাম আমার শহর" বাস্তবায়নের কাজ ত্বরান্বিত ও সহজতর হয়েছে।

৪। আমি অবহিত হয়েছি যে, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বিগত ০৪/০৭/১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করেছে। এ সমিতি কর্তৃক ডিসেম্বর' ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত ৭,২৫৪.৭২৭ কি.মি লাইন নির্মাণ করে মোট ৫,৪৯,৬৩৮ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিগত বছরসমূহের খুচরা বিক্রয় মূল্যের তুলনায় পাইকারী বিক্রয় মূল্যের হার বেশি হওয়ায় এবং পল্লী এলাকার বিশাল অংশজুড়ে বিতরণ নেটওয়ার্ক পরিচালনা করার কারণে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির পরিচালানায় আর্তিক ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে, সিষ্টেম লস কমিয়ে ও বিদ্যুতের চুরি/অপচয় রোধ করে পরিচালন ব্যয়ের ঘাটতি মোকাবেলার জন্য বাপবিবো/পবিসের কর্মকর্তা/কর্মচারী/বোর্ড পরিচালক/গ্রাহক সদস্যবৃন্দকেও সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৫। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ ও লাল সবুজের পতাকা এনে দিয়েছেন ও সুখী সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। আর তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা সারাদেশকে বিদ্যুতায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে ভিশন-২০৪১ ঘোষণা দিয়েছেন। যেখানে থাকবে শতভাগ ডিজিটাল অর্থনীতি, পেপারলেস ও ক্যাশলেস সোসাইটি এবং স্বয়ংক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা। এসকল মাইলস্টোন বাস্তবায়নে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন, মানসম্মত বিদ্যুৎ এবং উন্নত গ্রহাক সেবা নিশ্চিত করতে হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় বুদ্ধিদীপ্ত, দক্ষ, উদ্ভাবনী, সৃজনশীল, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগ্রত দেশপ্রেমিক স্মার্ট নাগরিক হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সকলকে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। একই সাথে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও উত্তররোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা।

অজয় কুমার চক্রবর্ত্তী
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

এক নজরে তথ্যাবলী

নভেম্বর - ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত

০১।	অন্তর্ভূক্ত উপজেলা	:	০৮ টি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, বিজয়নগর, আশুগঞ্জ, সরাইল, আখাউড়া কসবা, নাসিরনগর, নবীনগর)
০২।	আয়তন	:	১৭২৬ বর্গ কিলোমিটার / ৬৬৬ বর্গ মাইল
০৩।	নিবন্ধিকরণের তারিখ	:	১৪/০৯/১৯৯৫ খ্রি.
০৪।	বিদ্যুতায়নের তারিখ	:	০৪/০৭/১৯৯৬ খ্রি.
০৫।	আন্তর্ভূক্ত এলাকার জনসংখ্যা	:	১৯,৮৪,৮০১ (জনশুমারী ২০২২ অনুযায়ী)
০৬।	পরিবারের সংখ্যা	:	৩,৩৭,২৪৯
০৭।	ইউনিয়ন সংখ্যা	:	৭৮
০৮।	বিদ্যুতায়িত ইউনিয়ন সংখ্যা	:	৭৮
০৯।	আন্তর্ভূক্ত গ্রাম সংখ্যা	:	১,১১৩
১০।	বিদ্যুতায়িত গ্রাম সংখ্যা	:	১,১১৩
১১।	উপকেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা	:	১৬ টি/ ২৪৫ এমভিএ (সদর: ২০ এমভিএ, সুলতানপুর: ১৫ এমভিএ, বাহাদুরপুর: ১৫ এমভিএ, বিজয়নগর-১: ১৫ এমভিএ, বিজয়নগর-২: ১০ এমভিএ, নাসিরনগর: ২৫ এমভিএ, আখাউড়া-১: ২০ এমভিএ, আখাউড়া-২: ১০ এমভিএ, কসবা-১: ৩০ এমভিএ কসবা-২: ২০ এমভিএ, নবীনগর-১: ২০ এমভিএ, নবীনগর-২: ১০ এমভিএ নবীনগর-৩: ১০ এমভিএ, নবীনগর-৪: ১০ এমভিএ, নবীনগর-৫: ১০ এমভিএ)
১২।	প্রস্তাবিত উপকেন্দ্রের সংখ্যা ও ক্ষমতা	:	০৪ টি/ ৪০ এমভিএ (সদর-৩: ১০ এমভিএ, নাসিরনগর-২: ১০ এমভিএ, কসবা-৩: ১০ এমভিএ, নবীনগর-৫: ১০ এমভিএ)
১৩।	এলাকা সংখ্যা	:	০৭
১৪।	এলাকা পরিচালকের সংখ্যা	:	১১ (নির্বাচিত: ০৫, মনোনীত: ০৩, মহিলা: ০৩)
১৫।	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	:	৬৫২
১৬।	বিভিন্ন অফিসের সংখ্যা	:	জোনাল অফিস : ০৫, সাব-জোনাল অফিস : ০৫, অভিযোগ কেন্দ্র : ২০
১৭।	যানবাহনের সংখ্যা	:	ক) জীপগাড়ি : ০১/০১ খ) পিক আপ : ১২/০৯, মটর সাইকেল: ১১০/৯২
১৮।	নির্মিত লাইন	:	৭,২৫৩ কিঃ মিঃ
১৯।	বিদ্যুতায়িত লাইন	:	৭,২৫৩ কিঃ মিঃ
২০।	(ক) বিউবো হতে লাইন অধিগ্রহণকৃত লাইনের পরিমাণ	:	১,১৯৬ কিঃ মিঃ
	(খ) নবায়নকৃত লাইনের পরিমাণ	:	১,৯৯০ কিঃ মিঃ
২১।	লাইন নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা (২০২২-২৩ বছর)	:	০.০০ কিঃমিঃ
২২।	মোট সংযোগ সুবিধা সৃষ্টি	:	৫,৪৭,৭৪৯ টি
২৩।	সংযোগ প্রাপ্ত গ্রাহক সংখ্যা	:	৫,৪৭,৭৪৯ টি
	ক) আবাসিক	:	৫,০০,০৪৬ টি
	খ) বাণিজ্যিক	:	৩২,৫০৯ টি
	গ) গভীর নলকূপ	:	২৬৩ টি
	ঘ) অগভীর নলকূপ	:	২,৭৯৮ টি
	ঙ) এল,এল,পি	:	৭৪৩ টি
	চ) দাতব্য প্রতিষ্ঠান	:	৭,৪৩৩ টি
	ছ) রাস্তার বাতি	:	৫৩৫ টি
	জ) শিল্প	:	৩,৪২২ টি
২৪।	পবিসের মোট সম্পদের পরিমাণ	:	৮৪২.৭১ কোটি টাকা
২৫।	প্রতি মাসে গড় বিদ্যুৎ ক্রয়	:	৪১.১৫ কোটি টাকা
২৬।	প্রতি মাসে গড় বিদ্যুৎ বিক্রয়	:	৪১.৫৫ কোটি টাকা
২৭।	সিস্টেম লস	:	১১.৮৮% (YTD)
২৮।	বকেয়া মাস	:	১.২০
২৯।	বিল আদায়ের হার	:	৯২.৬৬% (YTD)

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সভাপতির প্রতিবেদন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, সমিতি বোর্ডের সহকর্মী পরিচালক ও মহিলা পরিচালকবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত উপস্থিতি আস্‌সালামু আলাইকুম। শিশিরভেজা সকালে নিজ নিজ কর্মব্যস্ততাকে উপেক্ষা করে প্রত্যন্ত অঞ্চল ও দূর-দূরান্ত থেকে কষ্ট স্বীকার করে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত হওয়ায় আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সকলকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী বীর শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই রক্তিম শুভেচ্ছা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ ই আগস্টের শহিদদের।

সম্মানিত সুধী মন্ডলী,

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে পর্যায়ক্রমে এতদ্‌অঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের ৪ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, বিজয়নগর, আশুগঞ্জ, সরাইল, নবীনগর, আখাউড়া, নাসিরনগর, কসবা উপজেলায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি তথা কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণে কৃষি বিপ্লব ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধি তথা এতদ্‌অঞ্চলে সর্বস্তরের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমিতির আওতাভূক্ত বিস্তীর্ণ এলাকা ঘিরে এর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

অত্র সমিতি ডিসেম্বর ২০২৩ ইং পর্যন্ত ৭২৫৫ কি. মি. বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করে ৫,৪৯,৬৩৮ জন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করেছে। সমিতির এই অগ্রগতির পিছনে রয়েছে গ্রাহক সদস্যবৃন্দের সর্বাত্মক সহযোগিতা, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও সমিতির পরিচালনা বোর্ডের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও সমিতির আওতাধীন কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়ে সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, আখাউড়া, বিজয়নগর, কসবা, নবীনগর, নাসিরনগর, আশুগঞ্জ, সরাইল উপজেলায় ১০০% বিদ্যুতায়ন শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেছেন। এ বছরে বেশি বেশি ''উঠান বৈঠক, অনলাইন গণশুনানি, নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহার সম্পর্কে গ্রাহককে অবহিত করা, নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবহার এর মাধ্যমে গ্রাহক অভিযোগ ও সমস্যা সমূহ চিহ্নিত পূর্বক গুনগতমান সম্পন্ন বিদ্যুৎ বিতরণে অত্র পবিস সর্বোচ্চ চেষ্টা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আশা করি "আলোর ফেরিওয়ালা" কার্যক্রম অব্যহত রেখে সকল সমস্যার উত্তরণ সম্ভব হবে। গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইতঃমধ্যে ISO 9001:2015 (QMS) সার্টিফিকেট অর্জন করেছে।

সম্মানিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ,

মালিকের মমত্ববোধ নিয়ে সকলকে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার পরিহার, তার ও ট্রান্সফরমার চুরিরোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে অনুরোধ জানাই। নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, অবৈধ উপায়ে বিদ্যুৎ ব্যবহার প্রতিরোধসহ সিস্টেম লস গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রেখে সমিতিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণে আগ্রহী লোকজনকে দালাল-মধ্যসত্বভোগীদের হাত হতে রক্ষাকল্পে আবেদনকারীকে নিজে সরাসরি দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সম্মানিত গ্রাহক সদস্যগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে সকল অফিসসমূহে মোবাইল ফোন প্রদান করা হয়েছে, এর মাধ্যমে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সম্মানিত ভাই বোনেরা,

পরিশেষে এই সমিতি এলাকার সকল মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বালাতে সক্ষম হোক, দূর করুক সকল অন্ধকার, দিকে দিকে জ্বলে উঠুক উন্নয়নের আলো, উন্নতির শীর্ষে আরোহন করি আমরা- এই হোক আজকের দিনে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। সমিতির অগ্রগতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ও গৌরব অর্জনে আরো গতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা ও মূল্যবান পরামর্শ কামনা করছি। সকলকে ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন।

জয় বাংলা।

সৈয়দ মোজাম্মেল আহাম্মদ
সভাপতি, সমিতি পরিচালনা বোর্ড
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

কোষাধ্যক্ষের প্রতিবেদন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

ISO 9001:2015 Certified

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২৪ তম বার্ষিক সদস্য সভায় উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও সুধী মন্ডলী আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি আপনাদের সদয় অবগতির জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়ের বিবরণী ও ব্যালেন্স শীট উপস্থাপন করছি।

আয়-ব্যয়ের হিসাব

ক্র/ নং	বিবরণ	টাকা	ক্র নং	বিবরণ	টাকা
১	বিদ্যুৎ বিক্রয়	৩৭১২২১০৩৪৩	১০	কর খরচ	১২৪৫৩৪৭৫.৪০
২	অন্যান্য পরিচালন আয়	১৪৫৯৯৭৪৬০.৯৯	১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ	২৩২৫৪৭২৪৯
৩	**মোট পরিচালন আয় (১+২)**	৩৮৫৮২০৭৮০৩.৯৯	**১২**	বিদ্যুৎ সার্ভিসের মোট খরচ(৮ থেকে ১১)	৪৪৬৮৬২৭৬১৫.৫৩
৪	বিদ্যুৎ ক্রয়	৩১৬৫৯১৬২৮৫	**১৩**	**পরিচালন লাভ / লোকসান (৩-১২)**	(৬১০৪১৯৮১১.৫৪)
৫	বিতরণ খরচ পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৭০৬৯৪২১১.৮৬	১৪	সরকারী ভর্তুকী	০.০০
৬	গ্রাহক বিক্রয় খরচ	১৯১৫৬৩৩২৮	১৫	অপরিচালন আয় সুদ	৬২৯৭৩৮৮৪.২৬
৭	প্রশাসনিক ও সাধারণ খরচ	১২৬০৩১৪৬৫.২৭	১৬	অপরিচালন আয় অন্যান্য	৬৭৯৩৯২৬
৮	**মোট পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণ খরচ(৪ থেকে ৭)**	৩৬৫৪২০৫২৯০.১৩	**১৭**	**প্রকৃত লাভ / লোকসান (১৩ থেকে ১৬)**	(৫৪০৬৫২০০১)
৯	অবচয় খরচ	৫৬৯৪২১৬০১	**১৮**	**নীট লাভ/ক্ষতি**	(৫৪০৬৫২০০১)

ব্যালেন্স শীট (২০২২-২০২৩)

ক্রঃ /নং	সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা	টাকা	ক্র ঃ নং	দায় ও বিবিধ দেনা	টাকা
১	ব্যবহারযোগ্য চালু সম্পত্তি	৯১৭৩২৫৮৮০০	১	সদস্য ফি (ইস্যুকৃত)	১০২৩৫৪৭২
২	ক্রমপুঞ্জিত অবচয় সঞ্চিতি	৩৯৮৯৫৮১৬১৩	২	সদস্য ফি (আবেদনকৃত)	১১৭৮০৩১৪
৩	**নীট ব্যবহারযোগ্য চালু সম্পত্তি (১ -২)**	৫১৮৩৬৭৭১৮৭	৩	পরিচালন লভ্যাংশ (পূর্ববর্তী বৎসর)	(২৬৯১৮২২৭৯৮)
৪	নির্মানাধীন সম্পত্তি	১৭৬৫৯২৩০৯	৪	পরিচালন লভ্যাংশ (চলতি বৎসর)	(৬১০৪১৯৮১২)
৫	**মোট ব্যবহার উপযোগী সম্পত্তি (৩+৪)**	৫৩৬০২৬৯৪৯৬	৫	পরিচালন লভ্যাংশ (সরকারী ভর্তূকী)	৬৬০৬৬৭৩৩
৬	ডোনেশান রিজার্ভ ফান্ড	১৮৫৭৪২৬৭৫	৬	অপরিচালন লভ্যাংশ (পূর্ববর্তী বৎসর)	৬৫৫৯৭০৫৯১
৭	রিপ্লেসমেন্ট রিজার্ভ ফান্ড	৪৫৮৬৩০৭৬৪	৭	অপরিচালন লভ্যাংশ (চলতি বৎসর)	৬৯৭৬৭৮১০
৮	বিশেষ তহবিল অন্যান্য	১৪৪২৫৩০১৯৫	৮	ডোনেটেড মূলধন ও মূলধনী আয়	৪৯২৮৪৬৬৯৮
৯	**মোট বিনিয়োগ (৬ থেকে ৮)**	২০৮৬৯০৩৬৩৪	**৯**	**মোট ইকুইটি এবং লভ্যাংশ (১ থেকে ৮)**	(১৯৯৫৭৫৪৯৯২)
১০	নগদ সাধারন তহবিল	৫২০১২৭১৯২	১০	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (নগদ)	০.০০
১১	খুচরা নগদান তহবিল	২৮৫০০০	১১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (মালামাল)	৫৯৭০৩৩১২৭০
১২	অস্থায়ী বিনিয়োগ	০.০০	১২	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (প্রভিশনাল)	৩৫৫০৭৪২০
১৩	বিশেষ জামানত	৫২৪৬৮	১৩	বিআরইবি ঋণ (অন্যান্য)	২১২৬৯১৫১
১৪	বিদ্যুৎ বিল খাতে প্রাপ্য	২৭৪৩৪৯২১৮	১৪	**মোট দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (১০ থেকে ১২)**	৬০২৭১০৭৮৪২
১৫	অনাদায়ী বিলের জন্য সঞ্চিতি	(১৪৫৯৪৫২৭২)	১৫	গ্রাহক জামানত	৩৮১৪৬৩৪০০
১৬	হিসাব খাতে প্রাপ্য -অন্যান্য	৬৩৪০০২৩০	১৬	কর্মকর্তা/ কর্মচারীর আর্থিক সুবিধাদি	৮১৯৩০৪০১৮
১৭	মালামাল ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরবরাহ	২৪০৫৭৭৫০৬	১৭	**মোট অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী দায় (১৫+১৬)**	১২৫৩২১১১০৫
১৮	অন্যান্য মালামাল সরবরাহ	৭১৫২৮	১৮	হিসাব খাতে প্রদেয়	৪৪৫১০৯৯০০
১৯	অগ্রীম পরিশোধ	২৫৪১১০৯	১৯	সেচ অগ্রীম	০.০০
২০	অন্যান্য চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি	৬৭০০১৭৬৯	২০	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ (মেয়াদ পূর্ন)	২০৭২২৫৬৬৪
২১	**মোট চলতি ও প্রাপ্য সম্পত্তি (১০ থেকে ২০)**	১০২২৪৬০৭৪৯	২১	দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ (মেয়াদ পূর্ন)	১২৮৫৭৭০৪৪৬
২২	সম্পত্তির অস্বাভাবিক ক্ষতি	৩৩১৩৩২২৭	২২	অন্যান্য চলতি দায়	৪৯৪২৪৬০৫
২৩	আনক্লাসিফাইড খরচ	৬১৯২৯৭৮৮	২৩	**মোট চলতি ও অন্যান্য দায় (১৮ থেকে ২১)**	১৯৮৭৫৩০৬১৫
২৪	অন্যান্য বিলম্বে আদায়যোগ্য পাওনা	৫৫৫১৮৪	২৪	নিরাপত্তা অগ্রীম জামানত	৯৫১৬৩৯৯
২৫	**মোট বিলম্বিত পাওনা (২২ থেকে ২৫)**	৯৫৬১৮১৯৯	২৫	নির্মাণ ও পুনঃনির্মানের জন্য অগ্রিম	১১১২১১২৫৯
২৬	**মোট সম্পত্তি ও বিবিধ পাওনা (৫+৯+২১+২৫)**	৮৫৬৫২৫২০৭৮	২৬	অন্যান্য বিলম্বিত দায়	১১৭২৪২৯৮৪৯
			২৭	**মোট বিলম্বিত ও বকেয়া দেনা (২৩+২৪)**	১২৯৩১৫৭৫০৭
			২৮	**মোট দায় ও অন্যান্য দেনা (৯+১৪+১৭+২৩+২৭)**	৮৫৬৫২৫২০৭৮

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সার্বিক সফলতা কামনা করে শেষ করছি। জয় বাংলা।

আব্দুল হান্নান
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

লেখচিত্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পবিস

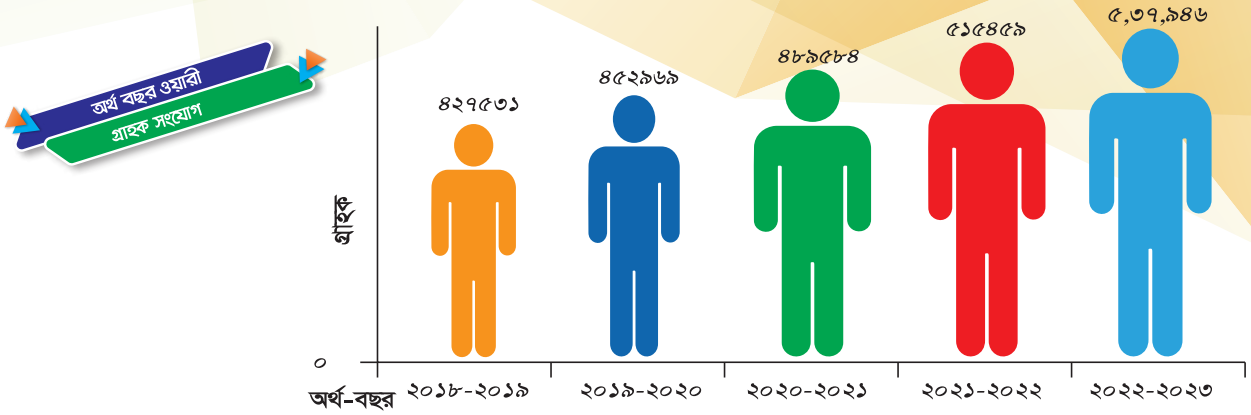

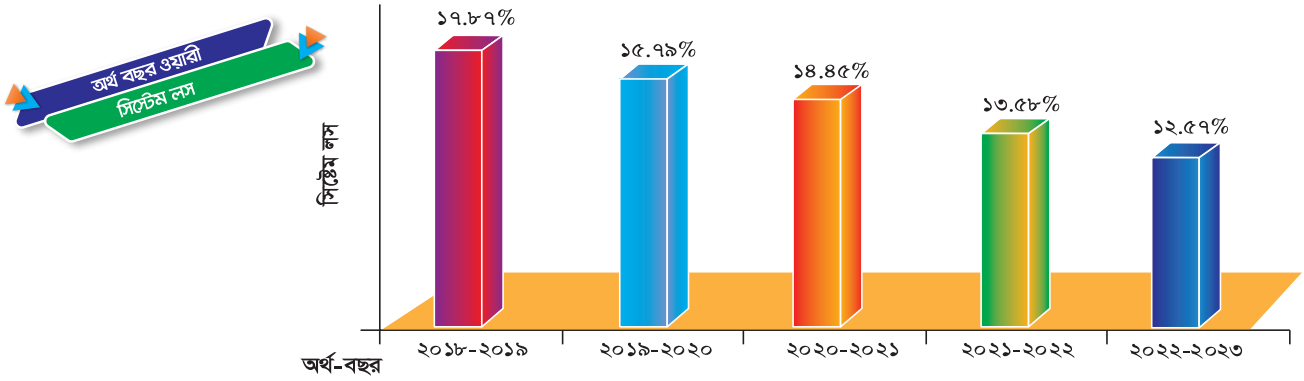

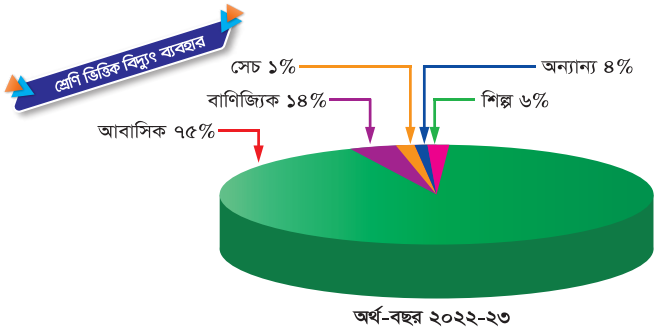

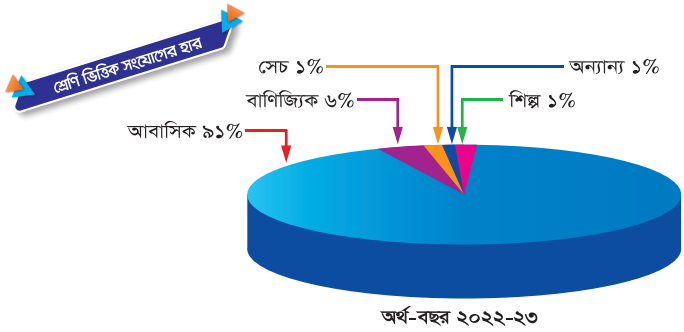

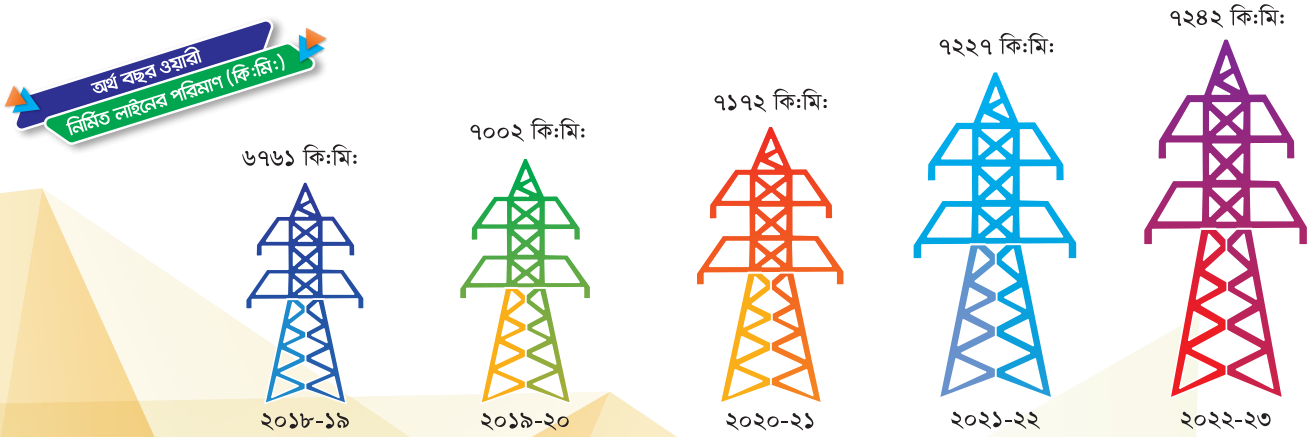

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

সাংগঠনিক কাঠামো

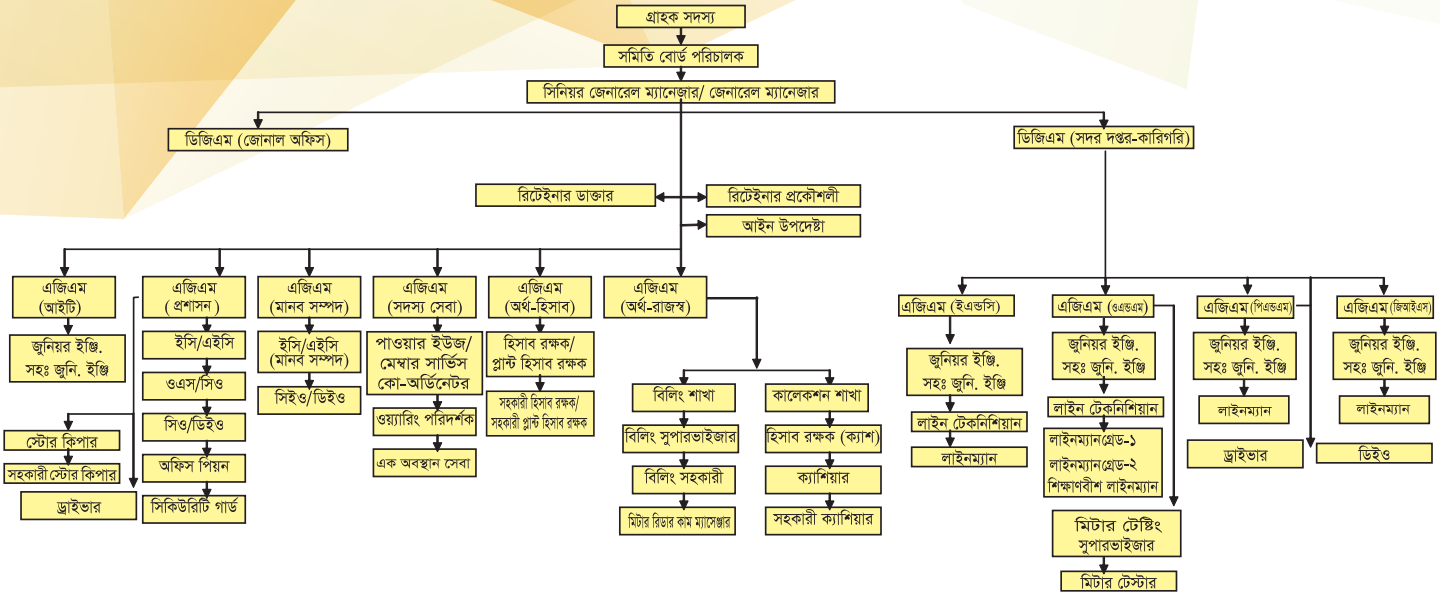

বিদ্যুৎ বিল গ্রহণকারী ব্যাংকের নাম সমূহ

সদর দপ্তর
- জনতা ব্যাংক লিঃ, সুহিলপুর শাখা
- বিকেবি, বাইশমৌজা শাখা
- বিকেবি, লালপুর শাখা
- বিকেবি, বিশ্বরোড শাখা
- বিকেবি, অষ্টগ্রাম শাখা
- বিকেবি, কালিকচ্ছ শাখা
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, লালপুর শাখা
- প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ, আশুগঞ্জ শাখা
- প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা
- এক্সিম ব্যাংক লিঃ, আশুগঞ্জ শাখা
- পদ্মা ব্যাংক লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা
- এনসিসি ব্যাংক লিঃ, বিশ্বরোড শাখা
- এবি ব্যাংক লিঃ, আশুগঞ্জ শাখা
- ইউনিয়ন ব্যাংক লিঃ, তালশহর শাখা
- ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা
- জনতা ব্যাংক লিঃ, আশুগঞ্জ শাখা
- ওয়ান ব্যাংক লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা

নাসিরনগর জোনাল অফিস
- বিকেবি, নাসির নগর শাখা
- এনআরবিসি, নাসিরনগর
- রুপালী ব্যাংক লিঃ, নাসিরনগর শাখা
- বিকেবি, চৈয়ারকুরি শাখা

অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস
- জনতা ব্যাংক লিঃ, অরুয়াইল শাখা
- এক্সিম ব্যাংক লিঃ, অরুয়াইল শাখা
- জনতা ব্যাংক লিঃ, চুন্টা শাখা

সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস
- জনতা ব্যাংক লিঃ, চিনাইর শাখা
- উত্তরা ব্যাংক লিঃ, ধরখার শাখা
- আল-আরাফা ব্যাংক লিঃ, তন্তর শাখা
- ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক, তন্তর শাখা
- স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ, সুলতানপুর শাখা
- এবি ব্যাংক লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা
- শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস
- বিকেবি, সাতবর্গ শাখা
- বিকেবি, চান্দুরা বাজার শাখা
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, চান্দুরা বাজার শাখা
- বিকেবি, আউলিয়া বাজার শাখা
- বিকেবি, নূরপুর শাখা
- সীমান্ত ব্যাংক লিঃ, চম্পকনগর শাখা
- এবি ব্যাংক লিঃ, আমতলী শাখা

কসবা সদর জোনাল অফিস
- জনতা ব্যাংক লিঃ, মঈনপুর শাখা
- উত্তরা ব্যাংক লিঃ, গুপিনাথপুর শাখা
- বিকেবি, গুপিনাথপুর শাখা
- ইউসিবিএল, কসবা শাখা
- জনতা ব্যাংক লিঃ, বায়েক শাখা

কসবা জোনাল অফিস
- বিকেবি, চারগাছ শাখা
- জনতা ব্যাংক লিঃ, কসবা শাখা
- জনতা ব্যাংক লিঃ, কুটি শাখা
- উত্তরা ব্যাংক লিঃ, গোপিনাথপুর শাখা
- ব্যাংক এশিয়া লিঃ, কসবা শাখা

নবীনগর জোনাল অফিস
- জনতা ব্যাংক লিঃ, নবীনগর শাখা
- রুপালী ব্যাংক লিঃ, নবীনগর শাখা
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বাংগুড়া শাখা
- জনতা ব্যাংক লিঃ, কৃষ্ণ নগর শাখা
- বিকেবি, লাউরফতেপুর শাখা
- ডেভোলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ, নবীনগর শাখা
- রুপালী ব্যাংক লিঃ, লাউরফতেপুর শাখা
- জনতা ব্যাংক লিঃ, ভোলাচং শাখা
- আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, নবীনগর শাখা
- ইসলামী ব্যাংক লিঃ, নবীনগর শাখা

আখাউড়া জোনাল অফিস
- আল-আরাফাহ ব্যাংক লিঃ, আখাউড়া শাখা
- এনসিসি ব্যাংক লিঃ, আখাউড়া শাখা
- সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, আখাউড়া শাখা
- আল-আরাফাহ ব্যাংক, আখাউড়া শাখা
- জনতা ব্যাংক লিঃ, মোগড়া শাখা
- ইসলামী ব্যাংক লিঃ, আখাউড়া শাখা
- আইএফআইসি ব্যাংক লিঃ, আখাউড়া শাখা

শিবপুর সাব জোনাল অফিস
- বিকেবি, গোসাইপুর শাখা
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, শিবপুর শাখা
- জনতা ব্যাংক লিঃ, বিদ্যাকুট শাখা
- বিকেবি, কাইতলা শাখা
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, বিটঘর শাখা

শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, সলিমগঞ্জ শাখা
- বিকেবি, জীবনগঞ্জ শাখা
- সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, সলিমগঞ্জ শাখা
- বিকেবি, সাতমোড়া শাখা
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, শাহাপুর শাখা

এজেন্ট আউটলেটের নাম
- ব্যাংক এশিয়া লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিঃ, আখাউড়া
- সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ, আখাউড়া
- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, টিএ রোড
- ইউসিবিএল, কসবা
- এবি ব্যাংক লিঃ, ইসলামপুর
- ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক, কসবা
- ওয়ান ব্যাংক লিঃ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
- অগ্রণী ব্যাংক, আখাউড়া
- অগ্রণী ব্যাংক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

gpay গ্রামীনফোন *৭৭৭# | রবি *৭৮৭# | টেলিটক *২৭৭# | নগদ | রকেট *৩২২# | bKash *২৪৭# | MYCash *২২৫# | শিওরক্যাশ *৪৯৫# | UCash *২৬৮#

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার এর প্রতিবেদন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
ISO 9001:2015 Certified

সম্মানিত সভাপতি, সমিতি বোর্ড পরিচালক মন্ডলী, উপস্থিত গ্রাহক সদস্যবৃন্দ, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিগণ, সাংবাদিকগণ, অত্র সমিতির কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সুধী মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম। সমিতির ২৪ তম বার্ষিক সদস্য সভায় দূর দূরান্ত হতে শীতের শিশির ভেজা সকালে কষ্ট স্বীকার করে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমকে উৎসাহ প্রদান করায় সমিতি ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক উষ্ণ অভিনন্দন। আমি স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৫ ই আগস্টের শহিদদের ও জাতির সূর্যসন্তান স্বাধীনতা যুদ্ধের সকল শহীদ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি।

সুধী মন্ডলী,
গ্রাম বাংলার আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর নির্দেশনায় ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌছে দেয়ার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। "লাভ নয়-লোকসান নয়" নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত জাতীয় কর্মসূচীকে সফল করার প্রত্যয়ে পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি আজ ২৮ বৎসরে পদার্পন করেছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর, নবীনগর, কসবা, আখাউড়া, বিজয়নগর, নাসিরনগর, সরাইল ও আশুগঞ্জ উপজেলার ভৌগলিক এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত থেকে দেশের জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও ভিশন ২০৪১ সফল করার জন্য প্রত্যেক ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার জন্য "শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ "- এই ব্র্যান্ডিং শ্লোগানের আলোকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সকল উপজেলায় ইতঃমধ্যে ১০০% বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ডিসেম্বর-২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত ৭২৫৫ কিঃ মিটার লাইন বিদ্যুতায়ন পূর্বক বিভিন্ন শ্রেণীর ৫,৪৯.৬৩৮ জন গ্রহকাককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এখন মানুষের প্রত্যাশা মানসম্পন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ। এ লক্ষ্যে সমিতির বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। যাতে খুব কম সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রেখে বিদ্যুৎ লাইন উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা যায় সেদিকে সমিতি ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক তদারকি করা হচ্ছে। তদুপরি বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ নিরসনে আমাদের "দুর্যোগে আলোর গেরিলা" টিম সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে।

সম্মানিত গ্রাহক ও সুধী,
বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বিবেচনা করে অত্র সমিতির বিদ্যুৎ ব্যবস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২০২১-২২ বছরে ২টি নতুন উপকেন্দ্র (বিজয়নগর-২-) ১০ এমভিএ ও (নবীনগর-৫)১০ এমভিএ নির্মাণ ও ১টি উপকেন্দ্র (নাসিরনগর) ২০ এমভিএ আপগ্রেডেশনপূর্বক ২৫ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে আশুগঞ্জ-২ লালপুর ০৫ এমভিএ উপকেন্দ্র নির্মাণ পূর্বক চালু করা হয়েছে। ৩৩ কেভি লাইনে ওভারলোড নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমানে সরাইল উপজেলার অরুয়াইল এলাকায় ২১ কিঃ মিঃ, সদর-২ উপকেন্দ্র- উড়শিউড়া এলাকায় ০৭ কিঃ মিঃ এবং সদর ও বিজয়নগর এলাকায় ৮.২ কিঃ নতুন ৩৩ কেভি লাইননির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পবিসের সিস্টেম লস হ্রাস করা এবং গ্রাহক পর্যায়ে মানসম্মত বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিৎ করার লক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে বিগত অর্থ বছরে ১১ কেভি ০৪টি ফিডার লাইন নির্মান পূর্বক চালু করা হয়েছে ও ০৩ টি ১১ কেভি ফিডার লাইন নির্মাণ কাজসহ তার পরিবর্তন করার কাজ চলমান রয়েছে। এরই সাথে উন্নত গ্রাহক সেবার জন্য সদর দপ্তর, আখাউড়া জোনাল অফিস, নবীনগর জোনাল অফিস, কসবা জোনাল অফিস, নাসিরনগর জোনাল অফিস, কসবা সদর জোনাল অফিসের পাশাপাশি সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস, বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস, শিবপুর সাব জোনাল অফিস, শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস ও অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস স্থাপন করা হয়েছে। পবিসের গ্রাহকদের সময়উপযোগী লোড বিবেচনা করে চাহিদা মোতাবেক ট্রান্সফরমার আপগ্রেডেশন কাজ পবিস নিজ অর্থায়নে চলমান রয়েছে। যে কোন সেবার জন্য সম্মানিত গ্রাহক এবং বিদ্যুৎ সংযোগ প্রত্যাশীগণদের সরাসরি উক্ত অফিসসমূহে যোগাযোগের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী এক ইঞ্চি আবাদি জমি পতিত না রাখার জন্য এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি থেকে সেচ সংযোগ প্রদান দ্রুততার সাথে প্রদান করা হচ্ছে। এক শ্রেণির মধ্যসত্বভোগী মালামাল পরিবহন, লাইন স্থানান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংযোগ প্রত্যাশী গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করে অবৈধভাবে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। এতে সমিতির ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে। এধরনের সমস্যা সমাধান ও নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিষয়ে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন গ্রামে উঠান বৈঠক ও গ্রাহক সমাবেশের আয়োজন করা হচ্ছে। যেকোন সমস্যায় সরাসরি অফিসে যোগাযোগ করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। এছাড়া আলোর ফেরিওয়ালার মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রাহক সমস্যার সমাধানসহ নতুন সংযোগ প্রদানের কার্যক্রম চালু আছে। ইদানীং বিদ্যুতায়িত লাইন থেকে ট্রান্সফরমার চুরি এবং অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করে বিদ্যুৎ চুরির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটি আইনতঃ দন্ডনীয় অপরাধ। এ দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি।

সম্মানিত উপস্থিতি,
দুর্নীতি, হয়রানিমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহীতামূলক সেবা প্রদানের জন্য আমরা নিরলসভাবে কাজ করছি। সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের হয়রানি রোধ ও সহজে বিল পরিশোধের সুবিধার্থে বিভিন্ন ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা যেমন বিকাশ, রকেট, রবি, গ্রামীণফোন, টেলিটক, মাইক্যাশ, শিওরক্যাশ, উপায় এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উক্ত ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের অনুরোধ করছি।
পরিশেষে, সমিতির সার্বিক কর্মকান্ডে যারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছেন, বিশেষতঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ, মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়গণ, জন প্রতিনিধিবৃন্দ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, সাংবাদিকবৃন্দ, সমিতির পরিচালকবৃন্দ, পিজিসিবি/পিডিবি কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ এবং সকল সুধীজনের অকুণ্ঠ সমর্থনের বিষয়টি আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। ভবিষ্যতেও এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ২৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।
জয় বাংলা।

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

সেলুলয়েডের ফিতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান
এঁর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আগমণ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান
এঁর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আগমণ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

লাইন ক্রু লেভেল-১ এর নিয়োগ পরীক্ষা।

উপকেন্দ্র বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ২০২৩।

২৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভায়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর "জুলিও কুরি"
শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তিতে অংশগ্রহণ।

লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

সেলুলয়েডের ফিতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সদস্য (প্রশাসন, অর্থ ও আইন) জনাব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী এঁর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আগমণ উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

বাপবিবোর সদস্য (প্রশাসন) জনাব মোঃ হাসান মারুফ কে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

বাপবিবোর সদস্য (প্রশাসন) কর্তৃক বৃক্ষরোপণ।

মতবিনিময় সভা।

জাতীয় শোক দিবস ২০২৩।

কল সেন্টার মোবাইল বিতরণ।

এপিএ অর্জনে বিভিন্ন অফিসকে সম্মাননা প্রদান।

শীতবস্ত্র বিতরণ।

সমিতি পরিচালনা বোর্ড পরিচিতি

সৈয়দ মোজাম্মেল আহাম্মদ
সভাপতি, সমিতি বোর্ড
ও মনোনিত পরিচালক

মোস্তাক আহমেদ
সহ-সভাপতি, সমিতি বোর্ড
ও মনোনিত পরিচালক

মোছাম্মৎ শাহিনা আক্তার
সচিব, সমিতি বোর্ড
ও মহিলা পরিচালক

আব্দুল হান্নান
কোষাধ্যক্ষ, সমিতি বোর্ড
পরিচালক, এলাকা নং- ৩

মোঃ এনামুল হক
পরিচালক, এলাকা নং- ২

মোঃ জসিম উদ্দিন খান
পরিচালক, এলাকা নং- ৪

বিধান চন্দ্র রায়
পরিচালক, এলাকা নং- ৫

মোঃ রহিম নাওয়াজ ভূঁঞা
পরিচালক, এলাকা নং- ৬

মোঃ নাসির উদ্দিন
মনোনিত পরিচালক

মোছাঃ কাওসার বেগম
মহিলা পরিচালক

ক্ষমা রাণী রায়
মহিলা পরিচালক

রিটেইনার ডাক্তার

১। ডাঃ রানা নূরুস শাম্‌স
২। ডাঃ মোঃ শহীদুল হক

এসওডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মোঃ জসিম উদ্দিন মুন্সি
নির্বাহী প্রকৌশলী
এসওডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

হাফিজুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
এসওডি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সমিতি ব্যবস্থাপনা পরিচিতি

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
ডিজিএম, কসবা সদর জোনাল অফিস

মোঃ আবুল বাশার
ডিজিএম, আখাউড়া জোনাল অফিস

কাজী এমদাদুল হক
ডিজিএম, কসবা জোনাল অফিস

মোহাম্মদ আবু ছায়েম
ডিজিএম, (কারিগরী-সদর দপ্তর)

প্রকৌঃ মোঃ আমজাদ হোসেন
ডিজিএম, নাসিরনগর জোনাল অফিস

মোঃ আসাদুজ্জামান ভূইয়া
ডিজিএম, নবীনগর জোনাল অফিস

প্রশান্ত বিশ্বাস
এজিএম (ওএন্ডএম), কসবা জোনাল অফিস

প্রকৌশলী মোঃ নূরে আলম
এজিএম (সদস্য সেবা)

মোঃ জহিরুল ইসলাম
এজিএম (ইএন্ডসি), সদর দপ্তর

মোঃ মজিবর রহমান
এজিএম (ওএন্ডএম), কসবা সদর জোনাল অফিস

রাশেদুল হাসান মুরাদ
এজিএম (ওএন্ডএম), আখাউড়া জোনাল অফিস

মোঃ সোহানুল ইসলাম
এজিএম (ওএন্ডএম), নাসিরনগর জোনাল অফিস

মহিবুল্লাহ
এজিএম (ওএন্ডএম), শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস

মোঃ কামরুজ্জামান আশিক
এজিএম (ওএন্ডএম), শিবপুর সাব-জোনাল অফিস

পলক সাহা
এজিএম (ওএন্ডএম), নবীনগর জোনাল অফিস

তোফায়েল আহমেদ
এজিএম (ওএন্ডএম), বিজয়নগর সাব-জোনাল অফিস

মোঃ আসিফুল ইসলাম
এজিএম (অর্থ-রাজস্ব)

মোহাম্মদ অলি উল্লাহ
এজিএম (আইটি)

ইন্দ্রজিত চন্দ্র ভৌমিক
এজিএম (প্রশাসন)

শারমিন চৌধুরী সুষমা
এজিএম (মানব সম্পদ)

মোঃ আব্দুল মোমেন সরকার
এজিএম (ওএন্ডএম), সদর দপ্তর

মোঃ আতাউর রহমান সিদ্দিকী
এজিএম (ওএন্ডএম), অরুয়াইল সাব-জোনাল অফিস

মোঃ আলহাজ উদ্দিন
এজিএম (ওএন্ডএম), সুলতানপুর সাব-জোনাল অফিস

নাগরিক সেবার তথ্য সারণি

ক্রম	সেবা প্রদানকারী অফিস	সেবা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সেবা প্রদানের পদ্ধতি (সংক্ষেপে)	প্রয়োজনীয় সময়	ফি/চার্জ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ
০১	ক. ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ★ সদর দপ্তর ★ কসবা জোনাল অফিস ★ সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস ★ কসবা সদর জোনাল অফিস ★ বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস ★ নবীনগর জোনাল অফিস ★ নাসিরনগর জোনাল অফিস ★ শিবপুর সাব জোনাল অফিস ★ আখাউড়া জোনাল অফিস ★ শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস খ. ব্যাংক/ইউডিসি ★ অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস গ. বিকাশ ঘ. টেলিটক পল্লীচার্জ রিটেইলার	বিদ্যুৎ বিল আদায়	১. এজিএম (অর্থ) ২. ক্যাশিয়ার ৩. ব্যাংকের ম্যানেজার ৪. ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ৫. ইউডিসির উদ্যোক্তা ৬. টেলিটক রিটেইলার	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক সরবরাহকৃত বিলে উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ কলাম-খ এর উল্লিখিত স্থানসমূহে পরিশোধপূর্বক গ্রাহককে রশিদ প্রদান করা হয়।	তাৎক্ষণিক	বিলে উল্লেখিত অর্থ
০২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ★ সদর দপ্তর ★ কসবা জোনাল অফিস ★ সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস ★ কসবা সদর জোনাল অফিস ★ বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস ★ নবীনগর জোনাল অফিস ★ নাসিরনগর জোনাল অফিস ★ শিবপুর সাব জোনাল অফিস ★ আখাউড়া জোনাল অফিস ★ শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস ★ অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস	বিল পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র	১. এজিএম (অর্থ) ২. বিলিং সুপারভাইজার ৩. বিলিং সহকারী	গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা পবিস নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিবছর সকল আবাসিক গ্রাহককে বিদ্যুৎ বিল পরিশোদের প্রত্যয়নপত্র দেয়া হয়।	আবেদনের প্রেক্ষিতে ১-২ দিন	বিনামূল্যে
০৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ★ সদর দপ্তর ★ কসবা জোনাল অফিস ★ সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস ★ কসবা সদর জোনাল অফিস ★ বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস ★ নবীনগর জোনাল অফিস ★ নাসিরনগর জোনাল অফিস ★ শিবপুর সাব জোনাল অফিস ★ আখাউড়া জোনাল অফিস ★ শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস ★ অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস	বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ নিষ্পত্তি	১. এজিএম (ওএন্ডএম) ২. জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ৩. লাইনম্যান	গ্রাহক কর্তৃক উত্থাপিত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অভিযোগ আমলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসের লাইন ক্রু প্রয়োজনীয় মালামাল ও যানবাহনসহ ঘটনাস্থলে গমন করে সার্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়টি সমাধানপূর্বক গ্রাহককে অবহিত করেন।	২-২৪ ঘন্টা	বিনামূল্যে
০৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ★ সদর দপ্তর ★ কসবা জোনাল অফিস ★ সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস ★ কসবা সদর জোনাল অফিস ★ বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস ★ নবীনগর জোনাল অফিস ★ নাসিরনগর জোনাল অফিস ★ শিবপুর সাব জোনাল অফিস ★ আখাউড়া জোনাল অফিস ★ শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস ★ অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস	১. আনলাইনে সংযোগের আবেদন বিদ্যমান সার্ভিস ড্রপের আওতায় (সর্বোচ্চ ১৩০ ফুট) ২. লাইন নির্মাণপূর্বক সার্ভিস ড্রপের আওতায়	১. এজিএম (সদস্য সেবা) ২. পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর ৩. মেম্বার সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর ৪. ওয়্যারিং পরিদর্শক	কলাম-খ তে উল্লেখিত অফিসসমূহে সংযোগ প্রত্যাশীগণ অনলাইনে আবেদনপূর্বক এনআইডি কার্ডের ফটোকপি ও ওয়্যারিং রিপোর্টসহ স্বশরীরে ক্যাশ কাউন্টার নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা করেন। অফিস প্রধানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ওয়্যারিং পরিদর্শক সরেজমিনে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের যথার্থতা যাচাই পূর্বক রিপোর্ট প্রদান করেন। ক. বিষয়টির অনুমোদন সাপেক্ষে আবেদনকারীকে ক্যাশ শাখায় নিরাপত্তা জামানত প্রদান করতে হয়। খ. সার্ভিস ড্রপের বাইরে হলে লাইন নির্মাণের জন্য তা মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং লাইন নির্মাণ শেষে সংযোগ প্রদান করা হয়।	১. সার্ভিস ড্রপের আওতায় ০৭ দিন ২. শিল্প সংযোগের ক্ষেত্রে ২৮ ৩. লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ৩-৬ মাস	বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী জামানতের পরিমাণ খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার সারণীতে দ্রষ্টব্য।
০৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ★ সদর দপ্তর ★ কসবা জোনাল অফিস ★ সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস ★ কসবা সদর জোনাল অফিস ★ বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস ★ নবীনগর জোনাল অফিস ★ নাসিরনগর জোনাল অফিস ★ শিবপুর সাব জোনাল অফিস ★ আখাউড়া জোনাল অফিস ★ শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস ★ অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস	মিটার/পোল স্থানান্তর	১. এজিএম (সদস্য সেবা) ২. পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর ৩. মেম্বার সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর ৪. ওয়্যারিং পরিদর্শক	অফিস থেকে নির্ধারিত আবেদন ফর্ম সংগ্রহ করতঃ এনআইডি কার্ডের ফটোকপি, সংযোগস্থলের বিবরণ, দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবিসহ নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে আবেদন করতে হবে।	১. ৭ দিন ২. লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ৩-৬ মাস	বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী পবিস নির্দেশিকা ১০০/৩০০ সিরিজ অনুযায়ী লাইন নির্মাণের খরচ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
০৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ★ সদর দপ্তর ★ সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস ★ বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস ★ নাসিরনগর জোনাল অফিস ★ আখাউড়া জোনাল অফিস ★ কসবা জোনাল অফিস ★ কসবা সদর জোনাল অফিস ★ নবীনগর জোনাল অফিস ★ শিবপুর সাব জোনাল অফিস ★ শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস ★ অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস	গ্রাহকের নাম/ মালিকানা পরিবর্তন	১. এজিএম (সদস্য সেবা) ২. পাওয়ার ইউজ কো-অর্ডিনেটর ৩. মেম্বার সার্ভিস কো-অর্ডিনেটর ৪. ওয়্যারিং পরিদর্শক	সাদা কাগজে জেনারেল ম্যানেজার/ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বরাবর আবেদন করতে হবে। ২ কপি সত্যায়িত ছবি, এনআইডি কার্ডের ফটোকপি/ ইউপি চেয়ারম্যান/ মেয়র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ, পূর্বের সংযোগস্থলের জমির মালিকানার স্বপক্ষে দলিল/পর্চার ফটোকপি। ➤ মৃত্যু জনিত কারণে ক. মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সনদ ও ওয়ারিশ নামা (ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত) খ. আবেদনকারী ব্যতিত অন্যান্য ওয়ারিশদের না দাবী নামা সম্বলিত নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প। ➤ ক্রয় বিক্রয় জনিত কারণে ক. জমি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত দলিল (সত্যায়িত) খ. নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে মিটার গ্রহণ/ হস্তান্তর সংক্রান্ত নোটারী পাবলিকের কপি। বি: দ্র: উভয়ক্ষেত্রে পূর্বের সংযোগস্থল অপরিবর্তিত থাকবে।	৭ দিন	নাম পরিবর্তন ফি * সকল এক ফেইজ : ৫০০ টাকা * সকল তিন ফেইজ : ১৫০০ টাকা * ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।
০৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ★ সদর দপ্তর ★ কসবা জোনাল অফিস ★ সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস ★ কসবা সদর জোনাল অফিস ★ বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস ★ নবীনগর জোনাল অফিস ★ নাসিরনগর জোনাল অফিস ★ শিবপুর সাব জোনাল অফিস ★ আখাউড়া জোনাল অফিস ★ শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস ★ অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস	নাম সংশোধন	১. এজিএম (অর্থ) ২. বিলিং সুপারভাইজার ৩. বিলিং সহকারী	সাদা কাগজে এনআইডি কার্ডের ফটোকপিসহ জেনারেল ম্যানেজার/ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বরাবর আবেদন করতে হবে।	তাৎক্ষণিক	বিনামূল্যে
০৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ★ সদর দপ্তর ★ কসবা জোনাল অফিস	গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকৃত ট্রান্সফর্মার পরীক্ষা/মেরামত	১. এজিএম (ইএন্ডসি/ ওএন্ডএম) ২. এলটি (ওয়ার্কশপ) ৩. এলএম (ওয়ার্কশপ)	সাদা কাগজে জেনারেল ম্যানেজার/ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বরাবর আবেদন করতে হবে।	পরীক্ষাঃ তাৎক্ষণিক মেরামতঃ ১৫-৩০ দিন	➤ পরীক্ষা : ট্রান্সফর্মার প্রতি ৫০০ টাকা ➤ পবিস নির্দেশিকা ১০০ সিরিজ অনুযায়ী মেরামত মূল্য

নতুন সংযোগ প্রক্রিয়া

আবাসিক সংযোগ

১। ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
২। জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্টের ফটোকপি
৩। জমির মালিকানা দলিল/ লিজ ডিড/ নামজারীর কাগজ; মূল মালিক না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ
৪। পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (একই নামে/ স্থানে আরো সংযোগ নিতে নতুন কোন ডকুমেন্টস লাগবে না)
৫। বহুতল ভবনের (১০ তলার অধিক) ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপন সার্টিফিকেট
৬। রাজউক/ সিডিএ/ কেডিএ/ আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

বাণিজ্যিক/শিল্প সংযোগ

১। ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
২। জাতীয় পরিচয়পত্র/ পাসপোর্টের ফটোকপি
৩। জমির মালিকানা দলিল/ লিজ ডিড/ নামজারীর কাগজ; মূল মালিক না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ
৪। পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (একই নামে/ স্থানে আরো সংযোগ নিতে নতুন কোন ডকুমেন্টস লাগবে না)
৫। বহুতল ভবনের (১০ তলার অধিক) ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপন সার্টিফিকেট
৬। রাজউক/ সিডিএ/ কেডিএ/ আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৭। এইচটি সংযোগের ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক লাইসেন্সিং বোর্ডের সার্টিফিকেট ও মিটার রুমের লে-আউট প্ল্যান

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান/ হাসপাতাল সংযোগ

১। মনোনিত ব্যক্তির ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
২। মনোনিত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি
৩। জমির মালিকানা দলিল/ লিজি ডিড/ নামজারীর কাগজ; মূল মালিক না থাকলে উত্তরাধিকার সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৪। পূর্বের সংযোগ থাকলে পরিশোধিত বিলের কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৫। রাজউক/সিডিএ/ কেডিএ/ আরডিএ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান, হোল্ডিং নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
৬। বহুতল ভবনের (১০ তলার অধিক) ক্ষেত্রে অগ্নিনির্বাপন সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

সামাজিক বা বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের জন্য বা নির্মাণ কাজের জন্য অস্থায়ী সংযোগ

১। মনোনিত ব্যক্তির ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
২। মনোনিত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি
৩। সামাজিক/ বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র
৪। ডেভেলপার কর্তৃক ভবন নির্মাণ করা হলে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রদত্ত পাওয়ার অব এটর্নি

সেচ সংযোগ

১। ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি
২। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি
৩। সেচ কমিটির অনুমোদনপত্র

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সোলার স্থাপনের সার্টিফিকেট লাগবে সোলার স্থাপনের সার্টিফিকেট লাগবে না

ওয়্যারিং মালামালের স্পেসিফিকেশন

- গ্রাউন্ডিং রড ঃ সাইজ : ৮'x৫/৮", ওজন: ৪ কেজি ৩ ইঞ্চি পরিমাণ কন্টিনিউয়াস ওয়েল্ডিং, ১০ গেজ জিআই তার, ৮০ মাইক্রন গ্যালভানাইজড
- মিটার বোর্ড ঃ White অথবা Off White রঙের প্লাস্টিক মিটার বোর্ড।
  - ◆একফেজ মিটার বোর্ড : ১০" x ১২" x ১/২"
  - ◆তিনফেজ মিটার বোর্ড: ১২" x ১৮" x ১/২"

উল্লেখিত স্পেসিফিকেশন ব্যতীত মিটার বোর্ড বা গ্রাউন্ডিং রড দ্বারা ওয়্যারিং করা হলে কোনভাবেই উক্ত ওয়্যারিং গ্রহণযোগ্য হবে না।

এক অবস্থানে সেবা

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর/জোনাল অফিস/সাব-জোনাল অফিস "এক অবস্থানে সেবা" কেন্দ্রে যে কোন অভিযোগ যেমন: নতুন সংযোগ, বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বিল সংক্রান্ত, মিটার সংক্রান্ত, পুনঃ সংযোগ সংক্রান্ত, বিল পরিশোধের ব্যবস্থা ইত্যাদি জানা যাবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে।

খুচরা বিদ্যুতের মূল্যহার, ২০২৩

ক. নিম্নচাপ (এলটি) : ২৩০/৪০০ ভোল্ট

অনুমোদিত লোড : সিঙ্গেল ফেজ ০-৭.৫ কি.ও. এবং তিন ফেজ ০-৮০ কি.ও.

	গ্রাহক শ্রেণী			এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ)	ডিমান্ড রেট/ চার্জ (টাকা/কি.ও./মাস)
	এলটি-এ: আবাসিক				
০১	লাইফ লাইন	:	০-৫০ ইউনিট	৪.৩৫	৩৫.০০
	প্রথম ধাপ	:	০-৭৫ ইউনিট	৪.৮৫	
	দ্বিতীয় ধাপ	:	৭৬-২০০ ইউনিট	৬.৬৩	
	তৃতীয় ধাপ	:	২০১-৩০০ ইউনিট	৬.৯৫	
	চতুর্থ ধাপ	:	৩০১-৪০০ ইউনিট	৭.৩৪	
	পঞ্চম ধাপ	:	৪০১-৬০০ ইউনিট	১১.৫১	
	ষষ্ঠ ধাপ	:	৬০০ ইউনিটের উর্ধ্বে	১৩.২৬	
০২	এলটি- বি: সেচ/কৃষি কাজে ব্যবহৃত পাম্প			৪.৮২	৩৫.০০
০৩	এলটি-সি ১: ক্ষুদ্র শিল্প				৪০.০০
	ফ্ল্যাট			৯.৮৮	
	অফ-পীক			৮.৮৮	
	পীক			১১.৮৫	

	গ্রাহক শ্রেণী	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ)	ডিমান্ড রেট/ চার্জ (টাকা/কি.ও./মাস)
০৪	এলটি-সি: ২ : নির্মাণ	১৩.৮৯	১০০.০০
০৫	এলটি-ডি ১ : শিক্ষা, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতাল	৬.৯৭	৫০.০০
০৬	এলটি-ডি ২ : রাস্তার বাতি ও পানির পাম্প	৮.৯১	৭৫.০০
	এলটি-ডি ৩ : ব্যাটারী চার্জিং ষ্টেশন		৭৫.০০
০৭	ফ্ল্যাট	৮.৮৪	
	অফ-পীক/৪	৭.৯৬	
	সুপার অফ-পীক/৫	৭.০৮	
	পীক/৬	১১.০৬	
০৮	এলটি-ই : বাণিজ্যিক ও অফিস		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	১১.৯৩	
	অফ-পীক	১০.৭৩	
	পীক	১৪.৩১	
০৯	এলটি- : অস্থায়ী	১৮.৫২	১০০.০০

খ. মধ্যমচাপ (এমটি) : ১১ কেভি

অনুমোদিত লোড : ৫০ কি.ও. এর উর্ধ্ব থেকে অনুর্ধ্ব ০৫ মে. ও.

	গ্রাহক শ্রেণী	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ)	ডিমান্ড রেট/ চার্জ (টাকা/কি.ও./মাস)
০১	এমটি-১ : আবাসিক		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	৯.৭২	
	অফ-পীক	৮.৭৬	
	পীক	১২.১৬	

	গ্রাহক শ্রেণী	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ)	ডিমান্ড রেট/ চার্জ (টাকা/কি.ও./মাস)
০২	এমটি-২ : বাণিজ্যিক ও অফিস		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	১০.৫৫	
	অফ-পীক	৯.৫০	
	পীক	১৩.২০	

	গ্রাহক শ্রেণী	এনার্জি রেট/চার্জ (টাকা/কি.ও.ঘ)	ডিমান্ড রেট/ চার্জ (টাকা/কি.ও./মাস)
০২	এমটি ৩: শিল্প		৭৫.০০
	ফ্ল্যাট	৯.৯০	
	অফ-পীক	৮.৯১	
	পীক	১২.৩৭	

বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবা এবং বিবিধ চার্জ/ফি ঃ

	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
(১)	নতুন সংযোগ এবং লোড পরিবর্তনের আবেদন ফি (প্রতিটি মিটারের জন্য)	এলটি	এক ফেজ	১০০.০০
			তিন ফেজ	৩০০..০০
		এমটি ও এইচটি		১,০০০.০০
		ইএইচটি		২,০০০.০০
(২)	অস্থায়ী সংযোগের আবেদন ফি	এলটি	এক ফেজ	২৫০.০০
			তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি		১,০০০.০০
(৩)	(অ) বকেয়ার কারণে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (ডিসি) চার্জ	এলটি	এক ফেজ	৩০০.০০
			তিন ফেজ	৮০০.০০
		এমটি ও এইচটি		৫,০০০.০০
		ইএইচটি		১০,০০০.০০
	(আ) বকেয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ (আরসি) চার্জ	এলটি	এক ফেজ	৩০০.০০
			তিন ফেজ	৮০০.০০
		এমটি ও এইচটি		৫,০০০.০০
		ইএইচটি		১০,০০০.০০
(৪)	(অ) গ্রাহকের অনুরোধে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ (ডিসি) চার্জ	এলটি	এক ফেজ	২০০.০০
			তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি, ও এইচটি		১,০০০.০০
		ইএইচটি		২,০০০.০০
	(আ) গ্রাহকের অনুরোধে বিচ্ছিন্ন সংযোগ পুনঃসংযোগ চার্জ (আরসি)	এলটি	এক ফেজ	২০০.০০
			তিন ফেজ	৪০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,০০০.০০
		ইএইচটি		২,০০০.০০
(৫)	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার পরীক্ষা চার্জ/ফি	এলটি	এক ফেজ	২০০.০০
			তিন ফেজ	৪০০.০০
			এলটিসিটি	৬০০.০০
		এমটি ও এইচটি		২,০০০.০০
		ইএইচটি		৪,০০০.০০

	বিদ্যুৎ সম্পর্কিত বিবিধ সেবার বিবরণ	গ্রাহক শ্রেণি/প্রযোজ্যতা		ফি/চার্জ (টাকা)
(৬)	গ্রাহকের অনুরোধে গ্রাহক আঙ্গিনায় মিটার পরিদর্শন চার্জ	এলটি	এক ফেজ	১৫০.০০
			তিন ফেজ	৩০০.০০
			এলটিসিটি	৫০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,০০০.০০
		ইএইচটি		২,০০০.০০
(৭)	গ্রাহকের অনুরোধে মিটার/মিটারিং ইউনিট স্থাপন/পরিবর্তন/স্থানান্তর ফি	এলটি	এক ফেজ	৩০০.০০
			তিন ফেজ	৭০০.০০
			এলটিসিটি	২,০০০.০০
		এমটি ও এইচটি		৫,০০০.০০
		ইএইচটি		১০,০০০.০০
(৮)	গ্রাহকের অনুরোধে সার্ভিস ড্রপ ক্যাবল (সার্ভিস ক্রিমপিট/ক্ল্যাম্পসহ) মেরামত/ পরিবর্তন/ স্থানান্তর ফি	এলটি	এক ফেজ	২০০.০০
			তিন ফেজ	৫০০.০০
		এমটি ও এইচটি		১,২৫০.০০
		ইএইচটি		২,৫০০.০০
(৯)	গ্রাহকের অনুরোধে সরবরাহ চুক্তি সংশোধন ফি	এলটি	এক ফেজ	১০০.০০
			তিন ফেজ	৩০০.০০
		এমটি, এইচটি ও ইএইচটি		১,০০০.০০
(১০)	গ্রাহকের অনুরোধে প্রি-পেইড মিটার কার্ড রি-ইস্যু ফি	এলটি, এমটি, এইচটি ও ইএইচটি		২০০.০০
(১১)	গ্রাহকের অনুরোধে ট্রান্সফরমারের তেল (Transformer Oil) পরীক্ষা চার্জ	এমটি, এইচটি ও ইএইচটি		১,০০০.০০
(১২)	গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ড্রপআউট ফিউল কাট-আউটসহ ট্রান্সফরমার ভাড়া	সর্বোচ্চ ৩০ দিন		২.০০ কেভিএ/দিন
		৩০ দিন পর থেকে		৪.০০ কেভিএ/দিন

নতুন সংযোগ এবং অনুমোদিত লোড পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে নিরাপত্তা জামানত প্রযোজ্য হবে:

		গ্রাহকশ্রেণি	জামানতের হার (টাকা/কি.ও)
নিরাপত্তা জামানত	০১	এলটি-এ এবং এলটি-বি	৪০০.০০ (০২ কি.ও. পর্যন্ত)
			৬০০.০০ (০২ কি.ও. এর উর্ধ্বে)
	০২	এলটি-সি১, এলটি-সি২, এলটি ডি ১, এলটি ডি ২, এলটি ডি ৩, এলটি-ই এবং এলটি-টি	৮০০.০০
	০৩	এমটি, এইচটি এবং ইএইচটি	১,০০০.০০

গ্রাহকের অনুরোধে জরুরী প্রয়োজনে ড্রপ আউট ফিউজ, কাট-আউটসহ ট্রান্সফরমার ভাড়া ৩০ দিন পর্যন্ত ২.০০ টাকা (কেভিএ/দিন), ৩০ দিনের উর্ধ্বে ৪.০০ টাকা (কেভিএ/দিন)।

১. পীক সময় ঃ বিকাল ৫ টা থেকে রাত ১১ টা পর্যন্ত এবং অফ-পীক সময় ঃ রাত ১১ টা থেকে পরদিন বিকাল ৫ টা পর্যন্ত।

২. মিটার ভাড়া, ভ্যাট ও বিলম্ব মাশুল যথারীতি প্রযোজ্য হবে।

৩. পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান ০.৯৫ এর উপরে রাখতে হবে। না থাকলে নিয়মানুযায়ী জরিমানা আরোপ করা হবে। প্রয়োজনে বিধি অনুযায়ী সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

৪. সকল প্রকার নতুন সংযোগের জন্য সদস্য ফি বাবদ ৫০ টাকা প্রদান করতে হবে এবং সরকারি/লীজ/ভাড়াকৃত জমিতে সংযোগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জামানত প্রদান করতে হবে।

৫. বিদ্যুতের মূল্যহার সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও পরিবর্তনযোগ্য এবং মিটার স্থাপনের পরবর্তী মাসের বিলিং সাইকেল অনুযায়ী গ্রাহকের প্রথম মাসের বিল ইস্যু করা হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা : ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি

দক্ষিণ সুহিলপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩৪০০, ফোন : ০৮৫১-৫৭৫০০

সদর দপ্তর

- সিঃ জেনারেল ম্যানেজার : ০১৭৬৯-৪০০০১০
- হট লাইন : ০১৭৬৯-৪০৪০২৯
- ডিজিএম (সদর-কারিগরী) : ০১৭৬৯-৪০২০০৭
- এজিএম (প্রশাসন) : ০১৭৬৯-৪০০২৭৫
- এজিএম (মানব সম্পদ) : ০১৭৬৯-৪০২৫৭২
- এজিএম (সদস্য সেবা) : ০১৭৬৯-৪০০২৭৬
- এজিএম (অর্থ-হিসাব) : ০১৭৬৯-৪০০২৭৭
- এজিএম (অর্থ-রাজস্ব) : ০১৭৬৯-৪০২৩৭৮
- এজিএম (ওএন্ডএম) : ০১৭৬৯-৪০০২৭৮
- এজিএম (ইএন্ডসি) : ০১৭৬৯-৪০০২৭৯
- এজিএম (আইটি-১) : ০১৭০৪-১০৬৫৭৫
- এজিএম (আইটি-২) : ০১৭০৪-১০৮৯৫৭
- সদর দপ্তর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮১৮
- লালপুর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮২৬
- বাহাদুরপুর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০২০৬৮

bbariapbs@yahoo.com

নবীনগর জোনাল অফিস

- ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার : ০১৭৬৯-৪০০০৮১
- এজিএম (ও এন্ড এম) :০১৭৬৯-৪০০২৮১
- নবীনগর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮২০
- কৃষ্ণনগর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮৩৬
- জিনদপুর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০৭৫১৭

dgmnobinagar.bbpbs@gmail.com

নাসিরনগর জোনাল অফিস

- ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার : ০১৭৬৯-৪০৭৩৪১
- এজিএম (ও এন্ড এম) : ০১৭৬৯-৪০০২৮৪
- নাসিরনগর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮২৩
- চাতলপাড় অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮২৯
- গুনিয়াউক অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০৭৫১৬
- ধরমন্ডল অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০৭৫১৮

dgmnasirnagarszo.bbpbs@gmail.com

আখাউড়া জোনাল অফিস

- ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার : ০১৭৬৯-৪০০০৮৩
- এজিএম (ও এন্ড এম) : ০১৭৬৯-৪০০২৮৩
- আখাউড়া অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮২২
- দুলালপুর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০৩১২১
- মোগড়া অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭০৪-১০৮৭৮৯

dgmakhaura.bbpbs@gmail.com

কসবা জোনাল অফিস

- ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার : ০১৭৬৯-৪০০০৮০
- এজিএম (ও এন্ড এম) : ০১৭৬৯-৪০০২৮০
- কসবা অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮২৯
- চারগাছ অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮৩২
- কুটি অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮৩০

dgmkasba.bbpbs@gmail.com

সুলতানপুর সাব জোনাল অফিস

- এজিএম (ও এন্ড এম) : ০১৭৬৯-৪০৭৫১১
- সুলতানপুর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮২৫
- তন্তর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮৩৪

sultanpur.bbpbs@gmail.com

অরুয়াইল সাব জোনাল অফিস

- এজিএম (ও এন্ড এম) : ০১৭৬৯-৪০৭৫১৩
- অরুয়াইল অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮২৮

aruail.bbpbs@gmail.com

কসবা সদর জোনাল অফিস

- ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার : ০১৭৬৯-৪০৭৬৯৫
- এজিএম (ও এন্ড এম) : ০১৭৬৯-৪০২১৬৮
- কসবা সদর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮৩১
- নয়নপুর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮২৪
- চন্ডিদ্বার অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০৭১০৯

kasbasadar.bbpbs@gmail.com

শিবপুর সাব জোনাল অফিস

- এজিএম (ও এন্ড এম) : ০১৭৬৯-৪০৭৫১২
- বিটঘর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭০৪-১০৬৫৭৬
- বিদ্যাকুট অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭০৪-১০০৮৬৭

shibpur.bbpbs@gmail.com

বিজয়নগর সাব জোনাল অফিস

- এজিএম (ও এন্ড এম) : ০১৭৬৯-৪০৭৪৫৬
- বিজয়নগর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০২০৬৭
- ইসলামপুর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮২৭
- আউলিয়া বাজার অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮৩৩
- চম্পকনগর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭০৪-১০০৯৫৮

bijoynagar.bbpbs@gmail.com

শ্যামগ্রাম সাব জোনাল অফিস

- এজিএম (ও এন্ড এম) : ০১৭৬৯-৪০৭৫১৫
- শ্যামগ্রাম অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭৬৯-৪০০৮৩৭
- রতনপুর অভিযোগ কেন্দ্র : ০১৭০৪-১০০৮৬৮

shamogram.bbpbs@gmail.com

- ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ওয়েবসাইট www.pbs.brahmanbaria.gov.bd থেকে অনলাইনে আবেদন করা যায়।
- বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এড়াতে নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন।
- ব্রাহ্মণবাড়িয়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজ www.facebook.com/brahmanbariapbs এ।

নিরাপদ বিদ্যুৎ ব্যবহারের সতর্কবাণী

বিদ্যুৎ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি। কিন্তু অসতর্কতা বা সাধারণ জ্ঞানের অভাবে অনেক সময় বিদ্যুৎ মানুষের জীবন নাশেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে ব্যবহারকারীর সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্চনীয়। বিদ্যুতের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মেনে চলা উচিত।

০১। বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন তৈরী ও মেরামতের সময় নিজে ও ছেলে-মেয়েদের নিরাপদ দূরত্বে থাকতে বাধ্য করবেন। বিদ্যুৎ সংযোগ থাকা অবস্থায়কোন বৈদ্যুতিক তার পানির সংস্পর্শে নিবেন না।

০২। ভেজা হাতে বা খালি পায়ে কখনও সুইচে হাত দিবেন না। ছোট ছেলে-মেয়েদের কখনই সুইচ, সকেট, হোল্ডার অথবা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে হাত লাগাতে দিবেন না।

০৩। সকেটের ভিতর কোন তার বা কোন পরিবাহী পদার্থ ঢুকাবেন না। সুইচ অন অবস্থায় কখনও হোল্ডারে বাল্ব লাগানো বা খোলার চেষ্টা করবেন না।

০৫। মেইন সুইচের ফিউজ পুড়ে গেলে প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধ করে ফিউজ বদলিয়ে দিবেন। এতে লাইন ত্রুটিমুক্ত না হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভিলেজ ইলেকট্রিশিয়ানের সাহায্য নিবেন।

০৬। মেইন সুইচ এ কখনও প্রয়োজনের অতিরিক্ত মোটা ফিউজ ব্যবহার করবেন না। বার বার ফিউজ কেটে গেলে একজন ইলেকট্রিশিয়ান দ্বারা ওয়্যারিং পরীক্ষা করাবেন।

০৭। প্রয়োজন ব্যতীত কখনো মেইন সুইচ অথবা মেইন সুইচ হতে মাটিতে প্রবেশকারী তারে হাত দিবেন না।

০৮। সকেট থেকে প্লাগ বের করার সময় প্রথমে সুইচ অফ করুন । তারপর প্লাগের দুই পার্শ্বে সমান জোরে টেনে ধরে বের করুন । কখনো প্লাগের কর্ড ধরে টান দিবেন না।

০৯। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার, খুঁটি অথবা টানা তারে কখনও হাত দিবেন না । এতে যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে।

১০। কৌতুহল বশতঃ লাইনের উপরে রশি, আঁগাছা, সাপ ইত্যাদি ছুড়ে মারবেন না। ছোট ছেলে-মেয়েদের এ কাজ থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করুন, কারণ এতে জীবনহানির সম্ভাবনা থাকে এবং লাইনের মারাত্মক ধ্বংস সাধন হতে পারে।

১১। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কখনোই স্পর্শ করবেন না। এ অবস্থায় থাকলে সাথে সাথে সমিতিতে অথবা নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্রে সংবাদ দিন এবং সমিতির লোক না পৌঁছানো পর্যন্ত পাহারার ব্যবস্থা করুন।

১২। পার্শ্ব সংযোগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ব্যবহার বে-আইনী এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। পার্শ্ব সংযোগের তাঁর ছিড়ে গিয়ে/ লিক হয়ে তাৎক্ষণিক বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই পার্শ্ব সংযোগ পরিহার করে বৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য অফিসে যোগাযোগ করুন।

১৩। হুকিং/অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের কারণে আর্থিক জরিমানা/ফৌজদারী মামলা হতে পারে। অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারে দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে।

১৪। গাছ কেটে বৈদ্যুতিক তারে ফেললে জীবনহানি ঘটতে পারে/ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নষ্ট হতে পারে। বিদ্যুৎ অফিস কর্তৃক বিদ্যমান লাইনের উভয় পার্শ্বে ১০ ফুট করে গাছপালা ছেঁটে দেয়া হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে গাছপালা কর্তনে অফিসকে সহযোগিতা করুন এবং বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে ঝুঁকিপূর্ণ গাছপালা/লতা জাতীয় উদ্ভিদ রোপন পরিহার করুন। গাছ-পালা কাটার সময় যদি গাছের অংশ লাইনের উপরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে গাছ কাটার পূর্বে সমিতিতে খবর দিন।

১৫। বৈদ্যুতিক খুঁটি বা টানা তারে গরু, ছাগল ইত্যাদি বাঁধা এবং কাপড়-চোপড় শুকানো পরিহার করুন এবং খুঁটি ও টানা তার সংলগ্ন মাটি কখনও কেউ সরাবেন না।

১৬। বৈদ্যুতিক লাইনের খঁটিতে ডিসের তার টানা এবং লাইনের কাছাকাছি ডিস এন্টেনা স্থাপন পরিহার করুন।

১৭। গৃহস্থালির ওয়্যারিং এর জন্য ভাল মানের ও সঠিক রেটিং এর তার মেইন সুইচ/ সার্কিট ব্রেকার/ ফিউজ ব্যবহার করুন। যন্ত্রপাতি ও জীবনের নিরাপত্তার জন্য অবশ্যই যথাযথ মানের গ্রাউন্ডিং ব্যবহার নিশ্চিত করুন।

১৮। বিদ্যুৎ লাইনের উপর বাঁশ, গাছ ইত্যাদি পড়ে থাকতে দেখলে বা স্পর্শ হয়ে আগুন জ্বলতে দেখলে তাৎণিকভাবে সমিতির সদর দপ্তর অথবা নিকটস্থ অভিযোগ কেন্দ্রে খবর দিন।

১৯। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকান্ডে কখনও পানি দিবেন না। প্রথমে মেইন সুইচ বন্ধের ব্যবস্থা নেবেন এবং তারপর বালি বা মাটি দ্বারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করুন।

২০। বৈদ্যুতিক লাইনের নিচে কখনো গাছ লাগাবেন না এবং লাইনের পাশে কখনো ঘুড়ি উড়াবেন না অথবা ধাতব দন্ড/ বাঁশের খুঁটি স্থাপন করবেন না। এতে জীবনহানির ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হতে পারে।

২১। সমিতির সাথে পরামর্শ ব্যতীত আপনার সংযোগের লোড (বাতি, মটর, ফ্যান ইত্যাদি) বৃদ্ধি করবেন না।

২২। কোন ব্যক্তি বা জীবন্ত প্রাণী বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে গেলে তাকে স্পর্শ না করে প্রথমে শুকনো কাঠ বা বাঁশ দিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে উদ্ধার করুন।

২৩। বিদ্যুৎ বিতরণ লাইনে কোন গাছ বা গাছের অংশ যাতে স্পর্শ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন এবং স্পর্শ করার পূর্বে কাটার ব্যবস্থা করুন।

২৪। সকল ইলেক্ট্রনিক্স এবং ইলেক্ট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির মেটাল বডিতে আর্থিং-এর সংযোগ দিন।

২৫। অস্বাভাবিকভাবে বোঝাই যানবাহন দিয়ে বৈদ্যুতিক লাইনের নিচ দিয়ে সাবধানে যাতায়াত করুন।

২৬। জল পথের উপর দিয়ে যেসব স্থানে বৈদ্যুতিক লাইন গেছে সেসব স্থান সমূহে সাবধানতা অবলম্বন করে যাতায়াত করুন।

২৭। বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহার সম্পর্কে সজাগ থাকুন এবং তা প্রতিহত করে একজন আদর্শ গ্রাহকের পরিচয় দিন।

২৮। লাইনের যেকোন বৈদ্যুতিক সমস্যায় নিজে হাত না দিয়ে বিদ্যুৎ বিলের অপর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত মোবাইল নম্বরগুলোতে যোগাযোগ করুন।

২৯। আপনার ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব এবং ক্যাপাসিটর ব্যবহার করুন আপনার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন এড়াতে, নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন।

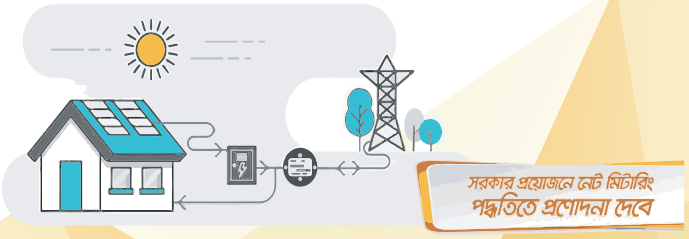

নেট মিটারিং নির্দেশিকা ২০১৮

১॥ নেট মিটারিং পদ্ধতি হলো, গ্রাহক নিজের আঙ্গিনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা ব্যবহারের পর অতিরিক্ত জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করেন। যখন গ্রাহকের নিজের উৎপাদিত বিদ্যুৎ থাকবে না, তখন গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। এতে গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলে সাশ্রয় হবে। আবার সরকারের তহবিল থেকেও কোনও অর্থ খরচ হবে না। নেট মিটারিং পদ্ধতিতে গ্রাহকের এলাকায় একটি মিটার বসানো হবে। ওই মিটারে গ্রাহকের ব্যবহারের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ চলে যাবে গ্রিডে। মাস শেষে গ্রাহক গ্রিড থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করবেন তা থেকে সরবরাহ করা বিদ্যুতের দাম বাদ দিয়ে বিল করা হবে। এই পদ্ধতিতে গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলে বড় রকমের সাশ্রয় হবে। এতে গ্রাহক ও সরকার উভয় পক্ষেরই লাভ। বর্তমানে ভারত, শ্রীলংকাসহ বিশ্বের পঞ্চাশটির ও অধিক দেশে এই পদ্ধতি চালু আছে।

২॥ নেট এনার্জি মিটারিং এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রোজিউমার (যে বিদ্যুৎ গ্রাহক বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও ব্যবহার করেন) তার নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে বিদ্যুৎ উৎপাদন সিস্টেমটি বিতরণ ইউটিলিটির গ্রিডের সাথে সংযুক্ত করার অনুমতি লাভ করেন। এর ফলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে উৎপাদিত গ্রাহকের ব্যবহারের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিতরণ গ্রিডে সরবরাহ করা হয় এবং এর পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট প্রোজিউমার বিতরণ গ্রিডে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ শক্তির সমপরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি গ্রিড হতে বিনামূল্যে গ্রহণ অথবা সেটেলমেন্ট পিরিয়ড পর্যন্ত নেট এক্সপোর্টকৃত বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারিত হারে বিতরণ ইউটিলিটি থেকে প্রাপ্ত হন।

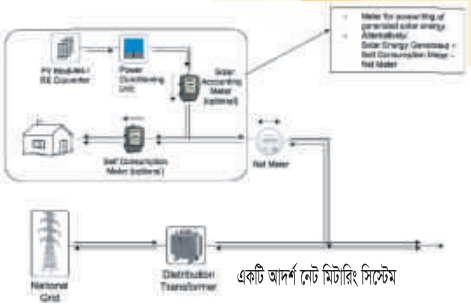

একটি আদর্শ নেট মিটারিং সিস্টেম

৩॥ একটি নির্দিষ্ট বিলিং সাইকেল অর্থাৎ সেটেলমেন্ট পিরিয়ড সমাপ্তির সময় সংশ্লিষ্ট গ্রাহক কিলোওয়াট ঘন্টায় অর্জিত সকল ক্রেডিট এর মূল্য নির্ধারিত হারে বিতরণ ইউটিলিটি থেকে প্রাপ্ত হন এবং প্রতিবছর ১লা জুলাই হতে ক্রেডিট শূন্য থেকে নতুন করে গণনা আরম্ভ হয়।

৪॥ ধরা যাক, জনাব আব্দুল করিম ব্রাহ্মণবাড়িয়া পবিস এর আবাসিক বিদ্যুৎ গ্রাহক। তাঁর অনুমোদিত লোডের পরিমাণ ১০ কিঃওঃ। নেট মিটারিং এর সুবিধা গ্রহণের জন্য তিনি ০৭ কিঃওঃ এর একটি রুফটপ সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন করেছেন। অক্টোবর, ২০২২ মাসে জনাব আব্দুল করিম গ্রীড হতে ৫০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছেন। উক্ত মাসে তিনি তাঁর সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ নিজে ব্যবহারের পর ৬০০ ইউনিট বিদ্যুৎ গ্রীডে প্রেরণ/রপ্তানি করেছেন। এক্ষেত্রে জনাব আব্দুল করিমের প্রেরিত/রপ্তানিকৃত (এক্সপোর্ট) বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ গৃহীত/আমদানিকৃত (ইমপোর্ট) বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণের চেয়ে বেশি অর্থাৎ নেট এনার্জি রপ্তানির (এক্সপোর্ট) পরিমাণ হবে (৫০০-৬০০)= ১০০ ইউনিট। অক্টোবর, ২০২২ মাসে জনাব আব্দুল করিমের বিলের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

বিদ্যুৎ আমদানি/রপ্তানি বিররণ	পরিমাণ	রেট (টাকায়)	মোট বিলের পরিমাণ (টাকা)
ডিমান্ড চার্জ	১০ কিঃ ওঃ	২৫ টাকা/কিঃওঃ	২৫০.০০
গ্রীড হতে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ	৫০০ ইউনিট		
গ্রীডে রপ্তানিকৃত বিদ্যুৎ	৬০০ ইউনিট		
পরবর্তী মাসের ক্যারিওভার	১০০ ইউনিট		

বিদ্যুৎ আমদানি/রপ্তানি বিররণ	পরিমাণ	রেট (টাকায়)	মোট বিলের পরিমাণ (টাকা)
নেট বিদ্যুৎ ব্যবহার	০ ইউনিট	২৫ টাকা/কিঃওঃ	২৫০.০০
মোট বিল	--		
মোট বিলের উপর ভ্যাট	--		
সর্বমোটা বিল (বিলম্ব মাসুল ও মিটার চার্জ ব্যতীত)	--		

অর্থাৎ, জনাব আব্দুল করিমের অক্টোবর, ২০২২ মাসে প্রেরিত/রপ্তানিকৃত (এক্সপোর্ট) বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ গৃহীত/আমদানিকৃত (ইমপোর্ট) বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণের চেয়ে ১০০ ইউনিট বেশি হলেও জনাব আব্দুল করিমকে অক্টোবর, ২০২২ মাসে ২৬২.৫০ টাকার বিল পরিশোধ করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে তাঁর ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ জমা থাকবে যা পরবর্তী মাসে ক্যারি ওভার হবে এবং আমদানিতব্য বিদ্যুতের সাথে সমন্বয় হবে এবং এ ধারা জুন মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে ।

৮॥ প্রোজিউমার নেট রপ্তানিকারক (এক্সপোর্টার) হলে সেটেলমেন্ট পিরিয়ড শেষে (জুন মাসে) কিভাবে বিদ্যুৎ বিল প্রস্তুত করা হবে তার নমুনা নিম্নরূপ ঃ

বিদ্যুৎ আমদানি/রপ্তানি বিররণ	পরিমাণ	রেট (টাকায়)	মোট বিলের পরিমাণ (টাকা)
ডিমান্ড চার্জ	১০ কিঃ ওঃ	২৫ টাকা/কিঃওঃ	২৫০.০০
জুন মাসে গ্রীড হতে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ	৫০০ ইউনিট		
জুন মাসে গ্রীডে রপ্তানিকৃত বিদ্যুৎ	৪৫০ ইউনিট		
পরবর্তী মাসের (মে মাসের) ক্যারিওভার	২৫০ ইউনিট		
সমন্বিত রপ্তানিকৃত (নেট এক্সপোর্ট) ইউনিট	২০০ ইউনিট		
সেটেলমেন্টকৃত বিদ্যুৎ ইউনিট	২০০ ইউনিট	৪.৩৩৬ টাকা/ ইউনিট	-৮৬৮.০০
মোট বিল	--	--	-৬১৮.০০
মোট বিলের উপর ভ্যাট	--	৫%	৩১.০০
সর্বমোট পরিশোধ	--	--	-৫৮৭.০০

*ব্রাহ্মণবাড়িয়া পবিস এর বাল্ক রেট: ৪.৩৩৬ টাকা/ইউনিট হলে, বিদ্যুৎ বিতরণ ইউটিলিটি অর্থাৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পবিস প্রোজিউমারকে সেটেলমেন্ট পিরিয়ড শেষে (জুন মাসে) ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ নেট রপ্তানি (এক্সপোর্ট) বাবদ বাল্ক রেটে (৪.৩৩৬ টাকা/ইউনিট) এবং অন্যান্য বিল সমন্বয়পূর্বক ৫৮৭.০০ টাকা পরিশোধ করবে।
বিঃ দ্রঃ সেটেলমেন্ট পিরিয়ড শেষে জুন মাসে (আবাসিক/ বাণিজ্যিক/ শিল্প) নেট এক্সপোর্টার হলে তাঁকে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/ কোম্পানি বিইআরসি কর্তৃক নির্ধারিত বাল্ক রেটে বিল পরিশোধ করবে ।

৯॥ বিদ্যুৎ সিস্টেমের ক্ষমতা এবং বিদ্যুৎ শক্তি রপ্তানির জন্য স্বীকৃত সর্বোচ্চ সীমা নির্ভর করে গ্রাহকের প্রকৃতি ও ব্যবহারের ধরণের উপর। এটি স্থাপনের শর্তসমূহঃ

(ক) যে কোন থ্রি ফেজ গ্রাহক নেট মিটারিং এর যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
(খ) নবায়নযোগ্য জ্বালানি কনভার্টারের আউটপুট (এসি) গ্রাহকের অনুমোদিত লোডের ৭০% এর অধিক এবং সর্বোচ্চ আউটপুট ৩ মেঃওঃ এর বেশি হবে না।
(গ) নেট মিটারিং এর মূল্য ও আনুষঙ্গিক খরচ সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে বহন করতে হবে।
(ঘ) হিসাব নিকাশের প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে নেট মিটারের রিডিংকে গণ্য করা হবে।

মুজিব বর্ষে বিদ্যুৎ

মোঃ মোস্তফা চৌধুরী
(এল. এম-১)

শহর পেরিয়ে গ্রামে
বিদ্যুৎ পৌছাবে সবখানে,
গ্রাম হবে শহর
শতভাগ বিদ্যুতায়নে।

মুজিব বর্ষে পস্তুত মোরা
নিরবচ্ছিন্ন শতভাগ বিদ্যুৎপ্রদানে,
৫ মিনিটেই মিলছে সেবা
চালু আছে আলোর ফেরিওয়ালা।

আমি বিদ্যুৎ কর্মী পস্তুত থাকি
দূর্যোগে আলোর গেরিলা,
হাওড়-বাওড়, সমুদ্র, নদী পেরিয়ে
বিদ্যুৎ যাচ্ছে সাবমেরিন ক্যাবলে।

বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম হতে গ্রামে
পল্লী বিদ্যুৎ সেবা ঘরের দুয়ারে,
আমার গ্রাম আমার শহর
রাখিব পরিচ্ছন্ন এ মোদের অঙ্গীকার।

মুজিব বর্ষ সেবা বর্ষ
বি আর ই বির অঙ্গীকার।

জ্বালানি সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব
AWD (Alternate Wetting & Drying) সেচ পদ্ধতি

প্রারম্ভিকা

ধানকে সাধারণতঃ সেচ/পানি নির্ভর (Water Loving বা semi-aquatic) ফসল হিসেবে বিবেচনা করা হলেও মূলতঃ ধানের জমিতে সবসময় দাড়ানো পানির প্রয়োজন নাই। বরং সবসময় জমিতে দাড়ানো পানি থাকলে ঐ জমির ফলন অনেকাংশে হ্রাস পায়। এডাব্লিউডি (AWD) হল ধান ক্ষেতে সেচ দেয়ার উপযুক্ত সময় নির্ধারণ পদ্ধতি। মাটিতে পর্যাপ্ত রস/পানি থাকলে ধান গাছ শিকড়ের মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় পানি গ্রহণ করতে পারে। ধান ক্ষেতে একটি ছিদ্রযুক্ত প্লাষ্টিক বা বাঁশের পাইপ বসিয়ে মাটির নিচে গাছের শিকড়ের এলাকায় (Root Zone Depth) পানি পর্যবেক্ষণ করে সেচ দেয়াই হল এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। অনেকে এ পদ্ধতিতে সেচ দেয়াকে ''ড্রাই এন্ড ওয়েট'' মেথডও বলে।

উদ্দেশ্য

ভূ-পৃষ্টের প্রায় ৪ ভাগের ৩ ভাগই পানি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকলেও এই বিপুল পরিমাণ পানির মধ্যে ৯৫% লবণাক্ত এবং ৫% মিঠা (৪% বরফ ও ১% তরল) পানির অন্তর্ভূক্ত। সর্বমোট পানির ১% তরল মিঠা পানি, তাও আবার বিভিন্ন অবস্থানে বিরাজ করছে। এর মধ্যে ০.৯৯% ভূ-গর্ভস্থ পানি বা Ground Water. তাছাড়া ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে পানির স্তর দিন দিন নেমে যাচ্ছে। তাই এ পদ্ধতির মাধ্যমে ধান চাষে পর্যায়ক্রমে জমি শুকানো ও ভিজা রেখে পরিমিত সেচ প্রদানের মাধ্যমে-মূল্যবান সেচের পানি ও জ্বালানী (বিদ্যুৎ/ডিজেল) সাশ্রয় করা এবং সেচ খরচ কমানো সম্ভব।

পর্যবেক্ষণ পাইপের বর্ণনা

এডাব্লিউডি পদ্ধতিতে সেচ প্রদানের জন্য একটি প্লাষ্টিক বা বাঁশের পাইপ দরকার। পাইপের ব্যাস হবে ৭-১০ সেঃ মিঃ এবং লম্বা ৩০ সেঃ মিঃ। পাইপটির উপরের ১০ সেঃ মিঃ ছিদ্রহীন এবং নীচের ২০ সেঃ মিঃ ছিদ্রযুক্ত হবে। পাইপটিতে ৫ সেঃ মিঃ পর পর ৩ সুতি ব্যাসের ড্রিল বিট দিয়ে ছিদ্র করতে হবে। কৃষক নিজেই অথবা স্থানীয় কামারশালার সহায়তায় এ ধরনের পাইপ তৈরী করতে পারবেন।

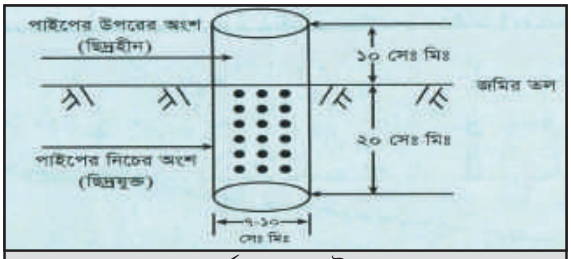

পর্যবেক্ষণ পাইপ

AWD পদ্ধতির ব্যবহার

সেচ/পানির প্রয়োজন নির্ধারনের জন্য জমিতে পাইপ স্থাপন পদ্ধতি

পাইপটি এমনভাবে ধান ক্ষেতে বসাতে হবে যেন পাইপটির উপরের ছিদ্রহীন ১০ সেঃ মিঃ মাটির উপরে থাকে, যাতে সেচের পানির মাধ্যমে খড়কুটা বা আবর্জনা পাইপের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। নীচের ছিদ্রযুক্ত ২০ সেঃ মিঃ মাটির নীচে থাকবে, যাতে মাটির ভিতরের পানি ছিদ্র দিয়ে পাইপে সহজে প্রবেশ করতে বা বেরিয়ে যেতে পারে।

এডাব্লিউডি (AWD) সেচ প্রদান পদ্ধতি

১। ধান রোপনের আগে জমি ভালভাবে সমতল করে নিতে হবে। তারপর একই সমতলে অবস্থিত এক একর পরিমাণ ধান ক্ষেতের ২-৩ জায়গায় গর্ত করে প্লাস্টিক/বাঁশের পাইপ উলম্ব বা খাঁড়াভাবে বসাতে হবে।

২। ধানের চারা রোপনের ১০-১৫ দিন পর্যন্ত জমিতে ২-৪ সেঃ মিঃ দাঁড়ানো পানি রাখতে হবে। তারপর থেকে এডাব্লিউডি পদ্ধতিটি কার্যকর হবে। এভাবে প্রথম দিকে জমিতে দাঁড়ানো পানি রাখলে ধান ক্ষেতে আগাছা কম হবে। এরপরও এডাব্লিউডি পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করলে ধান ক্ষেতে কখনও কখনও আগাছার উপদ্রব বেশি হতে পারে বিধায় আগাছা দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩। সেচ সাশ্রয়ী এডাব্লিউডি পদ্ধতি চালুর পর, প্রতিবার সেচের সময় এমন পরিমাণ পানি দিতে হবে যাতে জমিতে ৫ সেঃ মিঃ গভীরতায় পানি থাকে। অতঃপর পানি কমতে কমতে পানির স্তর যখন পর্যবেক্ষণ পাইপের ভিতর ২০ সেঃ মিঃ নীচে নেমে যাবে অর্থাৎ পাইপের তলার মাটি দেখা যাবে, তখন আবার সেচ দিতে হবে। এ অবস্থায় আসতে মাটি ভেদে ৫-৮ দিন সময় লাগবে। এভাবে ফুল আসা পর্যন্ত সেচ দিয়ে যেতে হবে।

৪। ফুল আসার পর ২ সপ্তাহ পর্যন্ত জমিতে সব সময় ২-৪ সেঃ মিঃ পানি রাখতে হবে। এ সময়ে যেন কোন অবস্থাতেই পানির ঘাটতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অতঃপর ধান কাটার ২ সপ্তাহ পূর্বে সেচ বন্ধ করতে হবে।

পাইপ তৈরির খরচ

ছিদ্র করা সহ একখন্ড পিভিসি পাইপের খরচ আনুমানিক ১৫০/- থেকে ২০০/- টাকা হতে পারে। তবে লোহার শিক গরম করে ছিদ্র করলে খরচ অনেক কমে যাবে। বাঁশের পাইপ ব্যবহার করলে খরচ আরও কম হবে। মূলতঃ পাইপটিই জমিতে পানির অবস্থান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে।

শেষ কথা

ধান উৎপাদনে সেচের খরচ একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করে আছে। সেচ খরচ কমাতে না পারলে ধান চাষ লাভজনক হবে না। এজন্য ধানের জমিতে এডাব্লিউডি পদ্ধতি ব্যবহার করে সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় সেচ প্রদান করলে একদিকে যেমন মূল্যবান পানি ও জ্বালানীর সাশ্রয় হবে এবং ধানের উৎপাদন খরচ কম হবে, অপরদিকে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পরিবেশ রক্ষা পাবে। তাই উক্ত পদ্ধতি অনুসরনের মাধ্যমে সেচ প্রদান করাই শ্রেয়।